দৈনিক খবর

05 NOV 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

13

02

ক্যাম্পাসে আবারো গুলী : আতংক

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

গত রোববার গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অতর্কিতে গোলাগুলী শুরু হয়। কমপক্ষে ১৭ রাউন্ড গুলী বর্ষিত হলেও কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

রাত সাড়ে ১২টার সময় মোহসীন, সূর্যসেন, জসীমউদ্দিন হল ও কলাভবন

৭-এর পাতায় দেখুন

ক্যাম্পাসে আবারো

প্রথম পৃষ্ঠার পর।

এলাকা থেকে গোলাগুলী শুরু হয়। গোলাগুলী শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা আবার থেমে যায়।

রোববার রাতে ক্যাম্পাসে বিকট আওয়াজ তুলে গুলী শুরু হলে বিভিন্ন হলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে এবং অনেকে গোলাগুলীর পর রাস্তায় নেমে পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র আনাগোনা আবারো বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোলাগুলী শুরু হলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং দক্ষিণপাড়ার বিভিন্ন হলে ছাত্রদল আতঙ্ক সবচেয়ে বেশী। গত রোববার রাতে ক্যাম্পাস এলাকায় গুলী বর্ষিত হলে এসব হলের ছাত্রদের মধ্যে 'ছাত্রদল আতঙ্ক' ছড়িয়ে পড়ে। গোলাগুলী শুরু হলে ঐ দিন এস এম হলের টিভি রুমে যে যেভাবে সম্ভব নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। ঠিক একই সময়ে ঐ হলে ছাত্রদলের আগমনের গুজব ছড়িয়ে পড়লে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যে যার রুমের পালাবার পথে অপেক্ষা করতে থাকে।

অপরদিকে ছাত্রলীগের কর্মকান্ড স্থগিত ঘোষণা করার পর ছাত্রলীগ কর্মীরা হল ছেড়ে অনেকেই চলে গেছে এবং যারা হলে অবস্থান করছে তাদের অনেকেই দিনরাত ভিসিপিতে ছবি দেখে সময় কাটিয়ে থাকেন।

ছাত্রদল অধ্যুষিত সবগুলো হলেই বেশ কয়েকদিন যাবৎ অস্ত্রধারী বহিরাগতের আনাগোনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্যাম্পাসে সারাদিন পুলিশী টহল থাকলেও রাতের বেলায় পুলিশের তৎপরতা খুব কম চোখে পড়ে।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও পরীক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে তাদের অধ্যয়নের কাজও সমাধা করতে পারছে না সন্ত্রাসের কারণে।

এদিকে রোববার রাতের গোলাগুলীর নিন্দা করে ছাত্রলীগ (আ-অ) বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা সুজন ও কামরুজ্জামান আনসারী এক বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা ঐ রাতের ঘটনার জন্য ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলকে দায়ী করেন। তারা বলেন, যে মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কর্মকান্ড স্থগিত ঠিক সেই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গোলাগুলী প্রমাণ করে দেয় ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই গত ২৭শে অক্টোবর ক্যাম্পাসে সংগঠিত হয়েছিল তাদেরই দু'গ্রুপের সশস্ত্র লড়াই।

অপরদিকে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দও এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবী জানান।